বিশ্লেষণী দর্শনের ধারণা (Idea of the Critical Philosophy)

কান্ট পূর্ববর্তী পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চেতনা প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারণাকে আমরা ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের দর্শনে (হিউম) দেখতে পাই। এই ধারার সিদ্ধান্তে জ্ঞান আছে। কিন্তু জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা নেই। আর জ্ঞানও একটা প্রবাহমাত্র - স্থির নিশ্চিত কিছু নয়। হিউমের অজ্ঞেয়তাবাদ এই ধারারই প্রধান প্রতিনিধি। আর এক ধারা ফরাসী দেশে আরম্ভ হয়ে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এইভাবে যে, জীব ও জগৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় - এক অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত গুণ, পারমার্থিক সত্তার বিশ্লেষণমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। স্পিনোজার দর্শন এই ধারার প্রতিনিধি। এই দুই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃতীয় ধারা যাকে ফরাসী বিপ্লবের আগে সে দেশের সাহিত্যে ও দর্শনে, বিশেষকরে ভলতেয়ার ও রুশোর চিন্তায় প্রকট হতে দেখা যায়। এই তৃতীয় ধারাতে জ্ঞান, জ্ঞেয় কিম্বা জ্ঞাতার কথার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা, তাদের অধিকার-অনধিকারের কথা। এই তিন ধারার যুক্ত ত্রিবেণী সৃষ্টি হয়েছে ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে।

কান্টের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দুটি উক্তি দর্শনের ইতিহাসে তাঁর স্থান সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে। প্রথমটি হল তিনি সর্ববিশ্বাসী ঘুমন্ত (dogmatic tshuntur) জগৎকে জাগ্রত করেছেন। মানুষ বিনা বিচারে অনেক কিছু বিশ্বাস করে, হয় ধর্মের শিক্ষায়, নয়তো সমাজের শিক্ষায় এটি একপ্রকারের ঘুম বিশেষ অর্থাৎ বিচারশক্তির ঘুম। কান্ট এই ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন সব কিছু বিচার করে বিশ্বাস করতে দার্শনিক শিক্ষা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হল জ্যোর্তিবিজ্ঞানী কপারনিকাস যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে জানালেন, পৃথিবী জগতের কেন্দ্র নয়, সূর্যাদি আকাশের জোতিষ্ক মন্ডল পৃথিবীর চারিদিকে আবিবর্তিত হয় না, বরং পৃথিবী নিজে ঘুরপাক খায় ও অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয়। ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রত্ব দূর হল আর সূর্যের কেন্দ্রত্ব-প্রতিষ্ঠিত কয়। একই রকমভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও কান্ট 'বিষয় -কেন্দ্রিয়' চিরাচরিত মতবাদ প্রত্যাখান করে 'বুদ্ধি কেন্দ্রিক' মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কান্টের পূর্বে প্রচলিত

Scanned by CamScanner

মতে বলা হতো - জ্ঞানকে বিষয় সম্মত হতে হবে, অর্থাৎ জড়জগত না হয় ঈশ্বরকে নিয়ে মানুষ বিচার আরম্ভ করতো, কিন্তু নিজের বিচারশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস করতো। কিন্তু কান্ট জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু বিপরীত মুখী করে প্রমাণ করলেন, 'অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিষয় অবশ্যই বৌদ্ধিক আকার সম্মত হবে বা মনের সঙ্গে সঙ্গ তি রক্ষা করে চলবে। যেহেতু মানুষের সকল বিচারের কেন্দ্র সে নিজে, তাই প্রথমে নিজের জানবার কতটুকু শক্তি আছে তার পরিমাপ করে তারপর দর্শনের অন্যান্য বিচারে অগ্রসর হওয়া উচিত।

কান্টের নিজের একটি উক্তি আছে 'মানুষের চিন্তাই বাহ্য প্রকৃতি সৃষ্টি করে, (Understanding maketh Nature), এই সূত্রটিকেঅবলম্বন করে আমরা কান্টের বিশ্লেষণী দর্শনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারি। বাহ্য প্রকৃতিকে আমরা জানি নিয়মের অধীন, সুসামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খল। প্রকৃতিতে কোনোরকম খামখেয়ালীপনা নেই। প্রকৃতির প্রত্যেকটি ব্যাপার শাসন করছে সনাতন অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সূর্য্যের উদয়-অস্ত, মাস, ঋতু, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে জন্ম-মৃত্যু-সমস্তই নিয়ম শাসিত। এই সব নিয়মের চর্চা করে বিজ্ঞান।

কিন্তু বিজ্ঞান যে নিয়ম-শাসিত বাহ্য প্রকৃতিকে আমাদের সামনে হাজির করে, তাকে আমরা কিভাবে জানতে পারবো? শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং ইংলন্ডের ও ফ্রান্সের যে সব দার্শনিক বলেছিলেন, ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের একমাত্র উৎস - তাদের মতকে অস্বীকার করতে হয়। প্রকৃতির নিয়মকানুন শুধু ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, চিন্তা করে বুঝতে হয়। সুতরাং নিয়মময় প্রকৃতি মানুষের বুদ্ধির সৃষ্টি।

আবার মনের বাইরের জগত আছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ জানবার কোন উপায় আমাদের নেই। বাইরের সেই বস্তু একও হতে পারে, বহুও হতে পারে। এমনকি সেই বস্তু বা বস্তুসকল আসল যে প্রকারের, তাও জানবার শক্তি মনের নেই। কারণ, রঙ্গীন কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে সব জিনিস যেমন রঙ্গীন দেখাবে, যার চোখে এই কাঁচ চিরকালের জন্য লাগানো আছে, সে যেমন চিরকালই সমস্ত জিনিস ঐ রঙে রঙ্গীন দেখবে, তেমনি, মানুষের মনের গঠন এমনই যে, সব বস্তুই কতকগুলি 'রঙ্গ নি ছিদ্র' পথে সে দেখে। এই 'রঙ্গীন ছিদ্র' গুলিকে কান্টের দর্শনে 'ক্যাটিগরী' (Category) বলা হচ্ছে।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত জ্ঞান হয় কোন না কোন 'দেশ' (Space) এ এবং কোন না কোন 'কাল' (Time) এ। এই দেশ ও কালের জ্ঞান কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতায় পাই না। কারণ, অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো দেশ-কাল এসে পড়ে। সুতরাং এ দুটি মনের মধ্যে আগে থেকেই আছে, ঘরের জানালা - দরজার মতো, এ দুটি মনের গঠনের অন্তর্গত।

Scanned by CamScanner

এইরকম কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রভৃতি আরও কতকগুলি আকার রীতি (Category) আছে, যার ভিতর দিয়ে মন বাহ্য প্রকৃতিকে জানে। ঘরের যেমন নানা দিকে নানা রঙের কাঁচের জানালা থাকতে পারে, মনেরও তেমনই এই সকল দরজা-জানালা আছে। এদের থেকে মন কখনও মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং যা কিছু আমরা দেখি - শুনি, চিন্তা করি, সব কিছুতেই কিছু নির্দ্দিষ্ট আকার, রীতি থেকে যায়। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানবার শক্তি আমাদের নেই।

তবে প্রকৃত জগত অজ্ঞাত থাকলেও মানুষের জ্ঞানের ও কাজের জন্য জগত একটা আছে (Phenomenal world)। তার উপাদান আসে মনের বাইরে থেকে, আর তাকে নানা ছাঁচে আকার দিয়ে নেয় জ্ঞাতা মন। এই ছাঁচগুলির সংখ্যা ১২, সেটা তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে জানতে পারা যায়। শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান যেমন হয় না, তেমনি শুধু চিন্তা বা বুদ্ধির সাহায্যেও জ্ঞান হয় না, ইন্দ্রিয় ও চিন্তাশক্তি উভয়ের সাহায্যে জ্ঞান হয়।

Scanned by CamScanner